শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

(প্রথম ভাগ—অধ্যায় ১-১৩)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ

ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS MAYAPUR

দশম স্কন্ধের সারমর্ম

দশম স্কন্ধের প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। ঊনসত্তরটি শ্লোক সমন্বিত প্রথম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কিভাবে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে দেবকীর ছ'টি পুত্রকে হত্যা করেছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়াল্লিশটি শ্লোক সমন্বিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে কংসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেবকীর গর্ভে প্রবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভে ছিলেন, তখন ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিপ্পান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপে আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের পিতা এবং মাতা ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন বলে বুঝতে পেরে তাঁর স্তব করেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের পিতা তাঁর নবজাত শিশুটিকে মথুরা থেকে গোকুলে নিয়ে যান। ছেচল্লিশটি শ্লোক সমন্বিত চতুর্থ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডিকার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। কংস তার অসুর-বন্ধুদের সঙ্গে মন্ত্রণাপূর্বক সেই সময় যে সমস্ত শিশুদের জন্ম হয়েছিল তাদের হত্যা করতে শুরু করে, কারণ সে মনে করেছিল যে, তার ফলে তার হিত-সাধন হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করে মথুরায় গিয়েছিলেন, যেখানে বসুদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে নন্দ মহারাজ তাঁর সখা বসুদেবের উপদেশে গোকুলে ফিরে যান এবং পথে পূতনার মৃতদেহ দর্শন করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করেছেন জেনে বিস্মিত হন। সাঁয়ত্রিশটি শ্লোক সমন্বিত সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎসাহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শকটাসুর ও তৃণাবর্তাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে গর্গ মুনি কর্তৃক কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ, এবং তাঁরা কিভাবে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁদের ছোট ছোট পায়ে হাঁটার চেষ্টা করেন, এবং কিভাবে ননী চুরি করে ও পাত্র ভেঙ্গে তাঁদের বাল্য লীলাবিলাস করেছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনেরও বর্ণনা করা হয়েছে।

তেইশটি শ্লোক সমন্বিত নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দধিমন্থনকালে তাঁর মাতাকে বিরক্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ফেলে রেখে তিনি চুলায় ফুটন্ত দুধ দেখতে যাওয়ার ফলে স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের বিঘ্ন হয়েছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে দধির ভাণ্ড ভেঙ্গেছিলেন। তাঁর দুরন্ত পুত্রটিকে শাসন করার জন্য মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই রজ্জু ছোট হওয়ার ফলে তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে দামোদর শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটন করেছিলেন এবং বৃক্ষের থেকে দুটি দেবতা বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেছিলেন। একাদশ অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কিছু শস্যের বিনিময়ে ফল ক্রয় করে ফলওয়ালীর প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং কেন নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপেরা গোকুল থেকে বৃন্দাবনে যেতে মনস্থ করেছিলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুর ও বকাসুর বধ করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বনে গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস এবং অঘাসুর বধ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চৌষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের ব্রহ্মা কিভাবে হরণ করেছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি গোবৎস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে বিস্তার করে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে মোহিত করেন, এবং তাঁর মোহভঙ্গ হলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। চতুর্দশ অধ্যায়ে একষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানার পর তাঁর প্রতি ব্রহ্মার স্তব। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ তালবনে প্রবেশ করেন, কিভাবে বলরাম ধেনুকাসুর বধ করেন এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের বিষাক্ত প্রভাব থেকে গোপবালক ও গাভীদের রক্ষা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়ে সাতষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমনলীলা বর্ণিত হয়েছে এবং কালীয়পত্নীদের স্তব বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে পঁচিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কেন কালীয় তার আবাস নাগালয়, অনেকের মতে বর্তমান ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করে যমুনায় প্রবেশ করেছিল। এই অধ্যায়ে সৌভরি ঋষি কর্তৃক গরুড়কে অভিশাপও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে যমুনা থেকে উত্থিত হতে দেখে কিভাবে অনুপ্রাণিত

হয়েছিলেন এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল রোধ করে ঘুমন্ত ব্রজবাসীদের রক্ষা করেছিলেন, তাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বনবিহার-লীলা, গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে বৃন্দাবনের পরিবেশ এবং বলরামের প্রলম্বাসুর বধ বর্ণনা করা হয়েছে। ঊনবিংশতি অধ্যায়ে ষোলটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুঞ্জারণ্যে প্রবেশ করে দাবানল থেকে গোপবালক এবং গাভীদের রক্ষা, এবং তাদের ভাণ্ডীর বনে আনয়ন বর্ণিত হয়েছে। বিংশতি অধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোপবালকদের সঙ্গে বর্ষায় বনবিহার, এবং বর্ষা ও শরৎ ঋতুর উপমার মাধ্যমে বিবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

একবিংশতি অধ্যায়ে কুড়িটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে তাঁর বাঁশি বাজিয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছিলেন, এবং তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপীদের আকর্ষণ করেছিলেন। দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য গোপবালিকারা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় স্নান করার সময় গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে গোপবালকেরা ক্ষুধার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণদের কাছে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁরা অন্ন ভিক্ষা করলেও ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে অন্ন দান করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীরা তাঁদের অন্ন দান করেন এবং সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্তে গোবর্ধন পূজা করে দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রজবাসীদের বিনাশ করার জন্য প্রবল বর্ষণের দ্বারা সমগ্র বৃন্দাবন প্লাবিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটি ছাতার মতো গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে সমস্ত ব্রজবাসী এবং গাভীদের রক্ষা করেন। ষড়বিংশতি অধ্যায়ে পঁচিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম দর্শন করে বিস্মিত হয়ে সমস্ত গোপদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে গর্গ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেছিলেন। সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে আঠাশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন, সুরভির দুধ দিয়ে তাঁর অভিষেক করেছিলেন এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের

গোবিন্দ নাম হয়েছিল। অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে সতেরটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বরুণের আলয় থেকে পিতা নন্দ মহারাজকে উদ্ধার এবং গোপদের বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে আটচল্লিশটি শ্লোকে রাসলীলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে কথোপকথন এবং রাসলীলার আরম্ভ, এবং সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বর্ণিত হয়েছে। ত্রিংশতি অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদিনীর মতো বনে বনে ভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেছিলেন। মহারাজ বৃষভানুর কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে গোপীদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে যমুনার তীরে যান। একত্রিংশতি অধ্যায়ে ঊনিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বিরহ-বিধুরা গোপীরা গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষা করেছিলেন। দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ে বাইশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁর প্রতি গোপীদের প্রেম দর্শনে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়ে ঊনচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্তি প্রকট করে রাসনৃত্য বর্ণিত হয়েছে। তারপর তাঁরা যমুনায় জলবিহার করেন। এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাসলীলা সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের সংশয় দূর করেছেন।

চতুর্ত্রিংশতি অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে এক বিশাল অজগর সর্প শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজকে গ্রাস করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্পটি ছিল সুদর্শন নামক এক বিদ্যাধর, যে অঙ্গিরা ঋষির অভিশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে রক্ষা করার সময় এই দেবতাটিও উদ্ধার লাভ করে। পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়ে ছাব্বিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করার জন্য বনগমন করলে, কিভাবে গোপীরা তাঁর বিরহে গান করেছিলেন।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর বধ, এবং নারদ কর্তৃক কংসের কাছে রাম ও কৃষ্ণ যে বসুদেবের পুত্র সেই কথা ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে। সেই কথা জানতে পেরে কংস রাম এবং কৃষ্ণকে বধ করার আয়োজন করে। সে কেশী নামক তার এক সহকারী দৈত্যকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করে এবং তারপর রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে আসার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করে। সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেশী দৈত্য বধ, নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণের

আরাধনা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যোমাসুর বধ বর্ণিত হয়েছে। অষ্টত্রিংশতি অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে অক্রূর ব্রজে গমন করেন এবং রাম-কৃষ্ণ ও নন্দ মহারাজ কিভাবে তাঁকে বরণ করেন। এক ঊনচত্বারিংশতি অধ্যায়ে সাতান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে রাম এবং কৃষ্ণ কংস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে মথুরার উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাঁরা যখন রথে আরোহণ করে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন গোপীরা ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর দূত প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি মথুরায় যাত্রা করতে সক্ষম হন। পথে অক্রূর যমুনার জলে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেন।

চত্বারিংশতি অধ্যায়ে ত্রিশটি শ্লোকে অক্রূরের স্তব বর্ণিত হয়েছে। এক-চত্বারিংশতি অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে রাম ও কৃষ্ণের মথুরা নগরীতে প্রবেশ, পুরস্ত্রীদের সেই দুই ভাইকে দর্শন করে উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণের রজক বধ, সুদামার মহিমা এবং সুদামাকে বরদান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিচত্বারিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে উদ্ধার করেন, কংসের বিশাল ধনুক ভঙ্গ করেন এবং কংসের রক্ষীদের বিনাশ করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কংসের সাক্ষাৎকার হয়। ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এখানে কংসের রঙ্গশালার বাইরে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় নামক মত্ত হস্তীকে বিনাশ করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং চাণূরের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। চতুশ্চত্বারিংশতি অধ্যায়ে একান্নটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম চাণূর ও মুষ্টিককে বধ করে কংস ও তার আট ভাইকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর কংসের পত্নীদের সান্ত্বনা দেন এবং তাঁর পিতা ও মাতা, বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করেন।

পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দান করেন, এবং তাঁর পিতামহ উগ্রসেনের অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। শীঘ্র ফিরে আসবেন বলে ব্রজবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের সংস্কার অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনপূর্বক গুরুকুলে বাস করে নিয়মিতভাবে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পাঞ্চজন্য নামক অসুরকে বধ করে তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যমালয় থেকে তাঁর গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে এনে গুরুদক্ষিণা দান করেন এবং তারপর মথুরায় ফিরে আসেন। ষট্চত্বারিংশতি অধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা নন্দ মহারাজ এবং যশোদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়ে ঊনসত্তরটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে উদ্ধব

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গোপীদের সান্ত্বনা প্রদান করে মথুরায় ফিরে আসেন। এইভাবে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের প্রেম উপলব্ধি করেন।

অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়ে ছত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর অক্রূরের গৃহে গিয়েছিলেন। অক্রূরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনয়ন করার জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে একত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে হস্তিনাপুরে যান এবং সেখানে বিদুর ও কুন্তীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁদের কাছে তিনি পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্যবহারের কথা শ্রবণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবদের শ্রদ্ধার কথা অক্রূর অবগত হন, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হয়ে মথুরায় ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে সাতান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে জামাতা কংসের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণকে বধ করার জন্য মথুরা আক্রমণ করে এবং সতের বার পরাজিত হয়। জরাসন্ধ যখন অষ্টাদশ বার আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন নারদের উপদেশে কালযবনও মথুরা আক্রমণ করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের রক্ষা করার জন্য সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং যোগবলে তাঁদের সেখানে নিয়ে আসেন। এইভাবে যাদবদের সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করার পর বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে বেরিয়ে আসেন। একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে তেষট্টিটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে মুচুকুন্দ কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা কালযবনকে সংহার করেছিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে মুচুকুন্দের কৃষ্ণস্তব বর্ণিত হয়েছে, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের সমস্ত সৈন্যদের সংহার করে ধনরত্ন নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন। জরাসন্ধ যখন পুনরায় মথুরা আক্রমণ করে, তখন রাম-কৃষ্ণ যেন ভীত হয়ে পলায়নলীলা প্রদর্শন করে এক পর্বত-শিখরে আরোহণ করেন, এবং জরাসন্ধ সেই পর্বতে আগুন লাগিয়ে দেয়। জরাসন্ধের অগোচরে কৃষ্ণ-বলরাম সেই পর্বত থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ করেন। কৃষ্ণ-বলরাম নিহত হয়েছে বলে মনে করে জরাসন্ধ তার সৈন্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করতে থাকেন। বিদর্ভরাজের কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে সাতান্নটি

শ্লোক। রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ নগরীতে যান এবং জরাসন্ধ আদি শত্রুদের উপস্থিতিতে তাঁকে হরণ করেন। চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে ষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ রাজাদের পরাজিত করে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীকে বিরূপ করেছিলেন এবং কিভাবে রুক্মিণী সহ দ্বারকায় ফিরে এসে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। রুক্মী তার ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভোজকট নামক স্থানে বাস করতে থাকে। পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোকে প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর কর্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ, এবং শম্বরাসুরকে বধ করে পত্নী রতিদেবী সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, রাজা সত্রাজিৎ সূর্যদেবের কৃপায় স্যমন্তক নামক একটি মণি লাভ করেন। পরে, সেই মণিটি অপহৃত হলে সত্রাজিৎ অযথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য জাম্ববানের কন্যাসহ সেই মণি উদ্ধার করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কন্যাকে বিবাহ করে পূর্ণ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বিয়াল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কৃষ্ণ এবং বলরাম পাণ্ডবদের জতুর্গৃহদাহ সংবাদ শ্রবণ করে হস্তিনাপুরে যান। অক্রূর এবং কৃতবর্মার প্ররোচনায় শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করলে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন। শতধন্বা স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছে গচ্ছিত রেখে বনে পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করলেও তিনি মণিটি উদ্ধার করতে পারেননি। অবশেষে মণি উদ্ধার হয় এবং অক্রূরকে তা প্রদান করা হয়। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে আটান্নটি শ্লোক। পাণ্ডবদের বনে অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন করার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তারপর তিনি কালিন্দী আদি পঞ্চকন্যাকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন খাণ্ডব বন দহন করার পর, অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক প্রাপ্ত হন। ময়দানব পাণ্ডবদের জন্য এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন এবং তা দর্শন করে দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়।

একোনষষ্টিত্তম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের অনুরোধে মুর আদি অনুচর সহ পৃথিবীর পুত্র নরকাসুরকে বধ করেন। পৃথিবী তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত সমস্ত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের পুত্রকে অভয় প্রদান করেন এবং নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত ষোল হাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এই অধ্যায়ে স্বর্গলোক থেকে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ এবং ইন্দ্র আদি দেবতাদের দুর্বুদ্ধিও বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে রুক্মিণীর ক্রোধ উৎপাদন বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তারপর রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রণয় কলহ হয়। একষষ্টিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং পৌত্রদের বর্ণনা করা হয়েছে। অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় বলরাম রুক্মীকে বধ করেন এবং কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটন করেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে অনিরুদ্ধের হরণ এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধের রতিক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। বাণাসুরের সঙ্গে অনিরুদ্ধের সংগ্রাম এবং অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধনও বর্ণিত হয়েছে। ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে তিপ্পান্নটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বাণাসুর এবং যাদবদের মধ্যে সংগ্রামে শিবের পরাজয় হয়। বৈষ্ণবজ্বরের দ্বারা পরাস্ত হয়ে রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের এক হাজার হাতের মধ্যে চারটি রেখে বাকি সমস্ত হাত ছেদন করে তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। তারপর ঊষা এবং অনিরুদ্ধকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইক্ষ্বাকুর পুত্র রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করেন এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণ করার দোষ বিশ্লেষণ করে সমস্ত রাজাদের শিক্ষা দান করেন। রাজা নৃগকে উদ্ধার প্রসঙ্গে ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ ইত্যাদির গর্বে গর্বিত যাদবদেরও তিনি শিক্ষাদান করেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে চৌত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, বলদেব তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের দর্শন করার বাসনায় গোকুলে যান। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে যমুনার উপবনে বলরাম তাঁর গোপীগণ সহ রাস-রসোৎসব লীলাবিলাস করেন এবং যমুনাকর্ষণ লীলা করেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে গিয়ে পৌণ্ড্রক, এবং তার মিত্র কাশীরাজ সুদক্ষিণ প্রভৃতিকে বধ করেন। সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে আটাশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, বলরাম যখন রৈবতক পর্বতে বহু যুবতী রমণীর সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন, তখন নরকাসুরের মিত্র এবং মৈন্দ বানরের ভ্রাতা অত্যন্ত খল দ্বিবিদ বানরকে তিনি বিনাশ করেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে চুয়ান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব যখন দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করে, তখন কৌরবেরা যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করে। তাঁকে মুক্ত করে শান্তি স্থাপন করার জন্য বলরাম শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে হস্তিনাপুরে যান। কিন্তু কৌরবেরা তাঁর সেই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেনি। তাদের

ঔদ্ধত্য দর্শন করে বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে হস্তিনাপুর নগরী আকর্ষণ করতে শুরু করেন। দুর্যোধন আদি কৌরবেরা তখন বলদেবের স্তব করে, এবং বলরাম তখন সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ষোল হাজার মহিষীর গৃহে গৃহস্থলীলা প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার রূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর গৃহস্থলীলা-বিলাস করছেন দেখে নারদ মুনি পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। নারদ মুনি তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

সপ্ততিতম অধ্যায়ে সাতচল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করেছিলেন। সেই রাজাদের প্রেরিত দূত যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তখন নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করতে এসে তাঁকে পাণ্ডবদের সংবাদ প্রদান করেন। নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিলাষী হয়েছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই যজ্ঞে যোগদান করতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি প্রথমে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন, জরাসন্ধ বধ এবং রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান—এর মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে করা কর্তব্য। একসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে পাণ্ডবদের আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য বাসনার ফলে জরাসন্ধ বধ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন কিভাবে সম্ভব হবে তা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে ছেচল্লিশটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অনুমোদন করলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই অধ্যায়ে জরাসন্ধ বধ, তার পুত্রের রাজ্যাভিষেক এবং জরাসন্ধ যে সমস্ত রাজাদের কারারুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মুক্তি বর্ণিত হয়েছে। ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়ত্রিশটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের মুক্ত করে তাঁদের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন এবং তারপর ভীম ও অর্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে চুয়ান্নটি শ্লোক। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞের অগ্রপূজা প্রদান করেন। এইভাবে ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মানুষেরই সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল তা সহ্য করতে পারেনি। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে শুরু করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তার মস্তক ছেদন করে তাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান

করেন। রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষীগণ সহ দ্বারকায় ফিরে আসেন। পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করে স্নানাদি উৎসব অনুষ্ঠান করেন। দুর্যোধন ময়দানব নির্মিত প্রাসাদে বিভ্রান্ত হওয়ায় অপমানিত বোধ করে।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, রুক্মিণী হরণের সময় পরাজিত রাজাদের অন্যতম শাল্ব পৃথিবীকে যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা করে। যাদবদের পরাজিত করার জন্য শাল্ব শিবের আরাধনা করে এবং শিব তাকে সৌভ নামক ইচ্ছানুরূপ গতিশীল একটি বায়বীয় যান প্রদান করেন। শাল্ব যখন বৃষ্ণিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, তখন প্রদ্যুম্ন ময়দানব নির্মিত যানটি ধ্বংস করেন, কিন্তু শাল্বের ভ্রাতা দ্যুমনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার গদার আঘাতে অচেতন হন। তখন প্রদ্যুম্নের সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে যান। কিন্তু সংজ্ঞা লাভের পর প্রদ্যুম্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এইভাবে অপসারিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ে সাঁয়ত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে প্রদ্যুম্নের পুনরায় শাল্বসহ যুদ্ধ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের রণক্ষেত্রে গমন এবং মায়াবী শাল্বের বিনাশ সাধন বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, শাল্বের সখা দন্তবক্র এবং দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে বলদেব দ্বারকা থেকে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন। রোমহর্ষণের দুর্ব্যবহারের ফলে বলদেব তাকে নৈমিষারণ্যে বধ করেন এবং তার পুত্র উগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তারূপে নিযুক্ত করেন। একোনাশীতিতম অধ্যায়ে চৌত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, নৈমিষারণ্যের ব্রাহ্মণেরা রোমহর্ষণের মৃত্যুর জন্য বলদেবকে প্রায়শ্চিত্ত করতে উপদেশ দেন। বল্বল নামক অসুরকে বধ করে বলদেব নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং অবগাহন করে, অবশেষে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যেখানে ভীম এবং দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তিনি দ্বারকায় ফিরে যান এবং পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি ঋষিদের উপদেশ দেন। তারপর তিনি তাঁর পত্নী রেবতী সহ প্রস্থান করেন।

অশীতিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামা বিপ্র অর্থ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হন। গুরুকুলে তাঁদের শৈশবের ঘটনাবলী স্মরণ করে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন

হয়। একাশীতিতম অধ্যায়ে একচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং সুদামার বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুদামা বিপ্রের উপহার চিড়া গ্রহণ করেন। সুদামা বিপ্র যখন গৃহে ফিরে যান, তখন তিনি দেখেন যে, সেখানে সব কিছু অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে, এবং তিনি তখন ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের প্রশংসা করেন। ভগবানের উপহাররূপে তিনি জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেন এবং তারপর যথাসময়ে তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ে আটচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যাদবেরা কুরুক্ষেত্রে যান এবং সেখানে অন্যান্য রাজারা তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করেন। সেখানে আগত নন্দ মহারাজ এবং ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত রমণীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন, এবং দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। চতুরশীতিতম অধ্যায়ে একাত্তরটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মহান ঋষিরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য কুরুক্ষেত্রে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন। বসুদেব যেহেতু সেই উপলক্ষ্যে এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বাসনা করেছিলেন, তাই ঋষিরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন। পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং মাতার অনুরোধে তাঁদের মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবকীর পুত্রদের মুক্তিলাভ হয়। ষড়শীতিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে অর্জুন এক মহাযুদ্ধে সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমন এবং তাঁর ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে অবস্থান এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোকে বেদসমূহ কর্তৃক নারায়ণের স্তব বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে নির্গুণ স্তর প্রাপ্ত হন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যান। দেবতাদের পূজা করে জড় শক্তি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে এই জড় জগতের একজন সাধারণ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারেন। এইভাবে ব্রহ্মা এবং শিবেরও

ঊর্ধ্বে বিষ্ণুর উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একোননবতিতম অধ্যায়ে পঁয়ষট্টিটি শ্লোক। এখানে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিষ্ণু যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন দেবতার অন্তর্গত, তবুও তিনি নির্গুণ এবং পরমতত্ত্ব। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কিভাবে মহাকালপুরে গিয়ে দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণের পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রভাব দর্শনে অর্জুনের বিস্ময় বর্ণিত হয়েছে। নবতিতম অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে *মধুরেণ সমাপয়েৎ* এই ন্যায় অনুসারে পুনরায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে।